Released: 18-09-37
নিউ থিয়েটার্সের নূতন চিত্র
মুক্তি
MUKTI : 1937

# মুক্তি

নিউ থিয়েটার্স লিঃ
কলিকাতা

# মুক্তি

| | | |
|---|---|---|
| পরিচালক | : | প্রমথেশ বড়ুয়া |
| চিত্র-শিল্পী | : | বিমল রায় |
| শব্দ-যন্ত্রী | : | অতুল চট্টোপাধ্যায় |
| সঙ্গীত-পরিচালক | : | পঙ্কজ মল্লিক |
| ব্যাবস্থাপক | : | পি, এন্, রায় |
| সম্পাদক | : | কালি রাহা |
| রসায়নাগারাধ্যক্ষ | : | সুবোধ গাঙ্গুলি |
| গল্প ও সংলাপ | : | সজনীকান্ত দাস |
| | | প্রমথেশ বড়ুয়া |
| | | ফণী মজুমদার |

সহকারী :

পরিচালনায় ... ফণী মজুমদার
,, বিভূতি চক্রবর্ত্তী
,, সৌমেন মুখোপাধ্যায়
চিত্র-শিল্পে ... রবি ধর
শব্দ-যন্ত্রে ... মনি বোস
সঙ্গীত-পরিচালনায় ... তারক দে
,, অস্ফাক হোসেন
ব্যাবস্থাপনায় ... পুলিন ঘোষ
,, প্রকাশ ঘোষ
,, অনাথ মৈত্র
,, সৌরেন সেন

# মুক্তি

## চরিত্র

| | | |
|---|---|---|
| প্রশান্ত | ... | প্রমথেশ বড়ুয়া |
| চিত্রা | ... | কানন দেবী |
| ঝরণা | ... | মেনকা |
| পাহাড়ী | ... | পঙ্কজ মল্লিক |
| সর্দ্দার | ... | অমর মল্লিক |
| বিপুল | ... | ইন্দু মুখার্জ্জি |
| মিঃ মল্লিক | ... | শৈলেন চৌধুরী |

এবং

দেববালা, অহি সান্ন্যাল, কনক নারায়ণ, বিভূতি চক্রবর্ত্তী, কাশী চৌধুরী, ব্রজবাসী, লক্ষ্মী, যতীন দে, শরদেব রায়, সুকুমার, সুধীর, নবাব খাঁ, প্রভৃতি।

# মুক্তি

(কাহিনী)

প্রশান্ত শিল্পী—ছবি আঁকে। রূপকে তুলির লেখায় জীবন্ত করিয়া তুলিতে, লোকের কোলাহল হইতে দূরে—নিজের ষ্টুডিওতে একান্তে বসিয়া মডেলের ছবি আঁকে ...

চিত্রা প্রশান্ত'র স্ত্রী...তরুণী...বিদুষী...রূপসী।

চিত্রা চায়—সমাজে সকলের সামনে স্বামী তার পাশে থাকিবে—লোকের স্তুতি—অভিনন্দন দুজনে মিলিয়া উপভোগ করিবে!

প্রশান্ত রূপের ধ্যানে তন্ময়—চিত্রার মনে ব্যথার বাষ্প মেঘের মত ধূমায়িত হয়!

চিত্রার পিতা—সহরের বিখ্যাত ধনী—এঞ্জিনিয়ার মিঃ মল্লিক প্রশান্তর উপর অসন্তুষ্ট! তাঁর জামাতা হইবে সামান্য পটুয়া!

চিত্রার প্রেম-ব্যপারে প্রশান্তর প্রতিদ্বন্দ্বী—বিলাত-ফেরত বিপুল। প্রশান্তর ওপর তার দারুণ রোষ! সে চিত্রাকে বিবাহ করিতে পারিল না—এ জন্য দায়ী ঐ প্রশান্ত!

... ... ... ... ...

বিপুলের মা মনে করেন চিত্রাকে না পাইয়া তাঁর আদরের খোকার জীবনটা একেবারে মরুময় হইয়া উঠিয়াছে! তিনি চিত্রাকে প্রশান্ত সম্বন্ধে নানা কুৎসিত ইঙ্গিত করেন···

প্রশান্তর সম্বন্ধে নানা কুৎসা-কাহিনী রটে। চিত্রা শোনে কিন্তু উপেক্ষা করে! স্বামীকে সে বিশ্বাস করে···ভালবাসে······

... ... ...

মিঃ মল্লিকের গৃহে চায়ের পার্টি ! মিঃ মল্লিকের কয়েকটি বিশেষ বন্ধু প্রশান্তর ছবির ভক্ত। প্রশান্তর সঙ্গে তাঁরা পরিচয় করিতে চান।

ড্রেসিং রুমের দ্বারে করাঘাত ! চিত্রা দরজা খুলিয়া দেখে, প্রশান্ত রং মাখা ষ্টুডিওর পোষাকে দাঁড়াইয়া আছে।

হাসিয়া চিত্রা বলে,—এখনও তুমি ভাল জামা কাপড় পরে তৈরী হওনি ?

হাসিয়া প্রশান্ত বলে,—"আমার না গেলে কি চলে না ?

চিত্রা বুঝাইয়া বলে,—"তোমার জন্যই বিশেষ করে বাবা এ আয়োজন করেছেন, তুমি না গেলে চল্‌বেনা !"

প্রশান্ত অবুঝের মত উত্তর দেয়—আমার যাওয়া অসম্ভব !

চিত্রার অভিমান হয় !

মিঃ মল্লিকের বিলিয়ার্ড-রুমে অভ্যাগতের দল প্রশান্তর অপেক্ষায় বসিয়া থাকে ! প্রশান্তর দেরী দেখিয়া বিপুল ব্যঙ্গ করে, ... ...

এমন সময় চিত্রা একা আসিয়া জানায়,—বিশেষ কাজের জন্য প্রশান্ত এ নিমন্ত্রণে আসিতে পারিবে না ! মিঃ মল্লিক গর্জ্জিয়া ওঠেন—...

বিপুল· সে-রাগে ঘৃতাহুতি দিয়া বলে,—"এটিকেট্ জানে না··· একটা নীতিজ্ঞানহীন বর্ব্বর··· !"

চিত্রা অপমানে—দুঃখে—সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়—একেবারে প্রশান্তর ষ্টুডিওতে !

চিত্রা প্রশান্তকে জানায়—"লোকে তোমার কুৎসা করে।"

প্রশান্ত উত্তর দেয়,—"ভুলে যাও ওদের কথা—আমাদের দুজনকে নিয়েই আমাদের সংসার।"

··· ··· ···

সেদিন বিপুলের মা হঠাৎ তাঁর পুত্রের কাছে বলিলেন, যে, ইদানীং প্রশান্তর নাকি মডেলের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্টতা বাড়িয়াছে।

বিপুলের যুক্তি···বিপুলের মাতার ইঙ্গিত এবং লোকের মুখে কুৎসা-কাহিনী···সমস্ত মিলিয়া চিত্রার মনে একটা বিশ্রী আবহাওয়ার সৃষ্টি করে !

চিত্রার মনে সন্দেহের আগুন জ্বলিয়া ওঠে।

··· ··· ···

ষ্টুডিওতে প্রশান্ত একমনে মডেলের ছবি আঁকিতেছে। যাহাকে লইয়া বাহিরে এতখানি ইতর সন্দেহের ঝড় সুরু হইয়াছে তাহার বিন্দুমাত্র সে জানে না। এমন সময় দ্বারে মিঃ মল্লিকের ডাক,—"দরজা খোলো!" তাঁর স্বরে রুক্ষতা!

চিত্রা ও বিপুলকে লইয়া মিঃ মল্লিক ভিতরে আসেন। রাগতস্বরে জিজ্ঞাসা করেন,—"কোথায় সেই মডেলটা? পাশের ঘরে অর্দ্ধনগ্না মডেলকেও তিনি দেখেন। চিত্রাও তাহাকে দেখিতে পায়।

মিঃ মল্লিক এতদিনকার সন্দেহ সত্য বলিয়া মনে করেন···

এই ইতর-ব্যবহার···হীন সন্দেহ প্রশান্তকে পাগল করিয়া তোলে। সে স্পষ্ট ভাষায় মিঃ মল্লিককে জানায়, যে, ষ্টুডিওতে এ-ভাবে তাঁহাদের আসা সে পছন্দ করে না!

... ... ...

চিত্রা জানায় মডেল লইয়া আর সে প্রশান্তকে ছবি আঁকিতে দিবে না। প্রশান্ত জানায় শিল্পচর্চ্চার কাজে চিত্রার বাধা সে মানিবে না।

চিত্রা বলে,—ঐ মডেল তাহ'লে আমাদের দুজনের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

প্রশান্ত জানায়,—আমি পুরুষ – আগে আমার কাজ।

চিত্রা বলে,—তা'হলে তোমায়—আমায় এখানেই শেষ!

প্রশান্ত বলে,—তুমি আমার স্ত্রী—আমি ছাড়া সংসারে তোমার কোন অস্তিত্ব নেই—তোমার স্বাতন্ত্র্য আমি মানি না···

চিত্রা বলে,—তুমি আমায় মুক্তি দাও···আমায় ছেড়ে দাও!

প্রশান্ত বলে—আমি তোমায় যেতে দেবো না! উত্তেজনার বশে সে চিত্রার হাত ধরিয়া টানে! চিত্রা কাঁদিয়া বলে,—তুমি নিষ্ঠুর···কেবল দুঃখ দিতেই জানো! তুমি আমায় মুক্তি দাও!

প্রশান্তর মাথার মধ্যে তাণ্ডব-নৃত্য সুরু হয়। সে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে!

সংসারের চারিদিকে সে আজ একটা প্রতিধ্বনি শুনিতে পায়—মুক্তি···মুক্তি···মুক্তি···

পাগলের মত ছুটিয়া যায় ষ্টুডিওতে! চোখে পড়ে আদর্শ নারীর প্রতীক—ভিনাসের প্রতিমূর্ত্তি! সেটাকে আজ সে চূরমার করিয়া ফেলে!

... ... ...

পরের দিন সকালে দেখা যায়—নদীর তীরে প্রশান্তর মোটর গাড়ীখানা পড়িয়া আছে। গাড়ীতে প্রশান্তর লেখা চিঠি—চিত্রাকে সে সকল বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া গিয়াছে!

চিত্রা চোখের জল মোছে!

... ... ...

আসামের এক প্রান্ত। গভীর জঙ্গলে ঘেরা গারো পাহাড়।

সেই পাহাড়ের নীচে—এক কোণে একটি সরাইখানা। সরাইখানার মালিক পাহাড়ী ও তার সঙ্গিনী ঝরণা।

তাহাদের এই সরাইখানায় আসে তুলার কুলীরা।

তুলার কুলীদের সঙ্গে আসে তাহাদের অত্যাচারী সর্দ্দার··· শয়তানের প্রতীক! সে বলে, কোথা হইতে একটা পাগ্‌লা

আসিয়াছে তাহাদের জঙ্গলে। লোকটার সঙ্গে আছে একটা প্রকাণ্ড দাঁতালো হাতী—

সর্দ্দারের সেই লোকটার ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ। একবার তুলার কুলীদের সামনে সে সর্দ্দারকে ভারী অপমান করিয়াছিল।

পাহাড়ীর সরাইখানায় এক আগন্তুক আসিয়া একদিন হাজির হইল। সঙ্গে তার পিস্তল, বন্দুক আর একটা প্রকাণ্ড দাঁতালো হাতী।

লোকটা সরাইখানায় বাস করিতে চায়···জামার পকেট হইতে একরাশ নোট বাহির করিয়া বলে,—এক বোতল মদ দেবে ভাই···?

আগন্তুক সরাইখানায় বাসা বাঁধিল···

পাহাড়ী জিজ্ঞাসা করে,—কেন তুমি এত মদ খাও?

সে বলে—সব কিছু ভুলবো বলে মদ খাই···কিন্তু বন্ধু—মদেও আমার আর নেশা হয় না।"

··· ··· ···

একদিন পাহাড়ী প্রশান্তকে সন্দেহ করে, বলে,—তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি···তোমায় বিশ্বাস করেছি···তোমায় বন্ধু বলেছি···তার এই প্রতিদান!

প্রশান্ত জবাব দেয়,—বন্ধু, সব কিছুর মায়া কাটিয়ে যে আজ মরণের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে—তাকে এ-সন্দেহ অকারণ।

তাহারা আবার পরস্পরকে বন্ধু বলিয়া ডাকে।

পাহাড়ীর সরাইখানায় উৎসব। সেই উৎসবের মাঝে সহর ফিরতি একজন লোক আসে—তার সঙ্গে একখানা পুরানো খবরের কাগজ। প্রশান্ত সেই কাগজখানা দেখে।

তাহার নজরে পড়ে বিপুলের সহিত চিত্রার বিবাহের সচিত্র বিবরণী। পাথরের মত স্তব্ধ হইয়া সে বসিয়া থাকে।

প্রশান্ত আসার পর হইতে ঝরণার জীবনে আসে এক পরিবর্ত্তন। প্রশান্তকে সে নিবিড় করিয়া পাইতে চায়। কিন্তু প্রশান্তর মন কঠিন··· কিছুতে টলে না।

সর্দ্দারের সঙ্গে প্রশান্তর দেখা হয় সরাইখানায়। প্রশান্তর কাছে যে দিন অপমানিত হয়—সে-দিন প্রশান্তর পকেট হইতে অলক্ষ্যে পড়িয়া গিয়াছিল—চিত্রার একখানা ফটোগ্রাফ। সর্দ্দার সে ফটোগ্রাফখানা প্রশান্তর সামনে মেলিয়া ধরে···ব্যঙ্গ করিয়া পাহাড়ীকে বলে,—মেয়ে মানুষ জাতটাই খারাপ···এই মেয়েটিকে দেখে অবধি···

প্রশান্তর পিস্তল গর্জ্জিয়া ওঠে। আহত হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া সর্দ্দার পালায়—

পাহাড়ী প্রশান্তকে বলে,—ও শয়তান—তোমার নানারকমে ক্ষতি করতে পারে। সাবধানে থেকো···

··· ··· ···

প্রশান্ত নদীর তীরে বসিয়া দোতারা বাজায়। ঝরণা কলসী লইয়া জল তুলিতে আসে···

প্রশান্ত ঝরণাকে জিজ্ঞাসা করে—এত দূরে জল লইতে আসিবার কারণ কি?

ঝরণা হাসিয়া বলে—এ-ঘাটের জল ভালো।

প্রশান্ত নিঃশব্দে চলিয়া যায়। সহসা তার কানে আসে ঝরণার আর্ত্তনাদ,—উঃ···কে আছ!

ঝরণার পায়ে আঘাত লাগিয়াছে—যন্ত্রণায় সে কাতর। বলে,—আমায় তুলে নিয়ে চলো। আমি চলতে পারূচি না।

প্রশান্ত তাহাকে তুলিয়া লয়। নদী পার হইবার সময় ঝরণা হাসিয়া উঠে—দুই হাতে প্রশান্তর গলা জড়াইয়া ধরে। প্রশান্ত ছলনা বুঝিতে পারে···সে ঝরণাকে ফেলিয়া দেয়। ··· ···

··· ··· ···

ঝরণা প্রশান্তকে জানায়—তার ভালোবাসা।

প্রশান্ত তাহাকে প্রত্যাখান করে···

নিশ্বাস ফেলিয়া ঝরণা বলে,—তুমি বড় নিষ্ঠুর···কেবল দুঃখই দিতে জানো।

এমন সময় পাহাড়ী ফিরিয়া আসে।

... ... ...

কলিকাতা হইতে আগত শিকারীদের ক্যাম্প পড়িয়াছে···তাঁবুর সারি···লোকজনের ভীড়। দলে মিঃ মল্লিকও আছেন—সঙ্গে নব-পরিণীত বিপুল ও চিত্রা।

সর্দ্দারের প্রতিশোধ লইবার সুযোগ মিলিল।—প্রশান্তর প্রিয় হাতীটাকে সে শিকারীর বন্দুকের গুলিতে আহুতি দিবে।

শিকারীর দল শিকারে বাহির হয়—সর্দ্দার তাহাদের 'গাইড'।···

... ... ...

পাহাড়ী বলে,—তোমার কি হয়েছে ? হাতীটার কোনো খোঁজই নাওনা···

প্রশান্ত বলে, ওটাকে আমি মুক্তি দিয়েছি।

বাহিরে হাতীর আর্ত্তনাদ শোনা যায়। হাতীর গা বহিয়া রক্তের ধারা··· বন্দুকটা আনিয়া প্রশান্ত হাতীকে বলে,—চল্ দেখি—কোথায় তোর শীকারীর দল···।

... ... ...

বনের মধ্যে—নদীর ধারে শীকারীরা খাইতে বসিয়াছে···

ওপারে বন্দুক হাতে প্রশান্ত আসিয়া দাঁড়ায়। বিপুল সহসা প্রশান্তকে দেখিয়া ছুটিয়া তাহার কাছে আসে—বলে, প্রশান্ত···তুমি মরোনি···?

বন্দুকটা নামাইয়া প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করে, চিত্রা কোথায় ? বিপুল জানায়—ক্যাম্পে !

যে-পথে আসিয়াছে—প্রশান্ত সেই পথেই ফিরিয়া যায় !

সর্দ্দার ক্যাম্পে চিত্রাকে দেখিয়া চিনিতে পারে···প্রশান্তর কাছে ছবি দেখিয়াছে। সে স্থির করে চিত্রাকে হরণ করিবে।

চিত্রা শীকারে যায় নাই। সর্দ্দার তাহাকে আসিয়া প্রশান্তর খবর দেয়।···প্রশান্ত বাঁচিয়া আছে !

চিত্রা আর কোনো কিছু ভাবিতে পারে না। রাত্রির অন্ধকারে সে সর্দ্দারের সঙ্গে ক্যাম্প ছাড়িয়া প্রশান্তর সন্ধানে বাহির হইল।

... ... ...

সরাইখানার বাহিরে একটা কোলাহল শোনা যায়—কোথায় আমার মেয়ে···কোথায় সেই হতভাগা প্রশান্ত !

পাহাড়ী ও প্রশান্ত বাহিরে আসে। মিঃ মল্লিক ধমক দিয়া বলেন,—চিত্রা কোথায়··· ?

পিস্তল দেখাইয়া বিপুল বলে,—বল্ শীগ্গীর—নইলে গুলী করবো ! চার ঘণ্টা হলো সর্দ্দারের সঙ্গে···

প্রশান্তর আচ্ছন্নভাব কাটিয়া যায়—বলে,—আমি জানতুম সর্দ্দার প্রতিশোধ নেবে···কিন্তু ও মস্ত একটা ভুল করেছে···।

প্রশান্ত পিস্তল লইয়া অন্ধকারের মধ্যে ছুটিয়া বাহির হয় !

··· ··· ···

চিত্রাকে মুখ-হাত বাঁধিয়া ঘরের এক কোণে ফেলিয়া রাখিয়া সর্দ্দার তাহার অনুচরদের সঙ্গে পানোৎসবে মাতিয়াছে ! এমন সময় পিস্তল হাতে প্রশান্ত আসিয়া হাজির—পিছনে পাহাড়ী !

প্রশান্তর পিস্তলের গুলিতে সর্দ্দারের অনুচরেরা একে একে প্রাণ দেয় ! সর্দ্দার একটা ছোরা টানিয়া লইয়া বলে,—এবার আমার পালা—না ?

চিত্রার বাঁধন খুলিতে খুলিতে প্রশান্ত জানায় হ্যাঁ! সর্দ্দারের হাতের ছোরাখানা সে দেখিয়াও দেখে না!

সর্দ্দরের লক্ষ্য অব্যর্থ! ছোরাখানা প্রশান্তর গায়ে আসিয়া বেঁধে!

সর্দ্দারও প্রশান্তর গুলীর আঘাতে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে—

প্রশান্ত আর দাঁড়াইতে পারে না! পাহাড়ী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বলে,—এ যে আত্মহত্যা বন্ধু!

প্রশান্তর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া চিত্রা বলে,—এ অভিমান তুমি কার ওপর করলে…? তার দুই চোখে অশ্রুর ধারা!

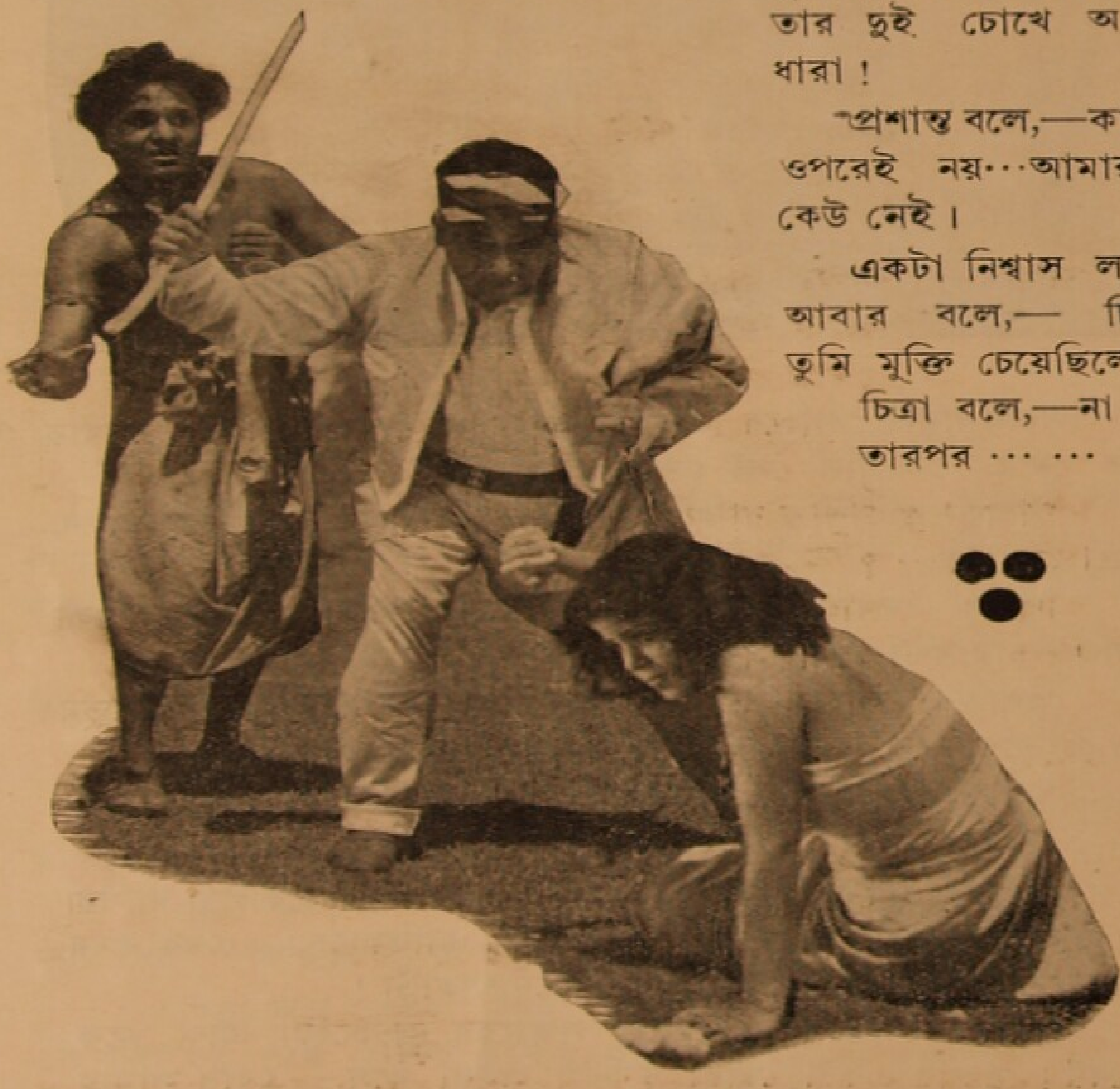

প্রশান্ত বলে,—কারো ওপরেই নয়…আমার ত কেউ নেই।

একটা নিশ্বাস লইয়া আবার বলে,— চিত্রা, তুমি মুক্তি চেয়েছিলে?

চিত্রা বলে,—না!

তারপর … …

# গান

১

আজ সবার রঙে রঙ্ মিশাতে হবে।
ওগো আমার প্রিয়,
তোমার রঙীন্ উত্তরীয়,
পরো পরো পরো তবে।

মেঘ রঙে রঙে বোনা,
আজ রবির রঙে সোনা,
আজ আলোর রঙ-যে বাজ্‌লো পাখীর রবে॥
আজ রঙ্-সাগরে তুফান ওঠে মেতে।
যখন তারি হাওয়া লাগে
তখন রঙের মাতন জাগে
কাঁচা সবুজ ধানের ক্ষেতে।
সেই রাতের স্বপন-ভাঙা
আমার হৃদয় হোক্ না রাঙা
তোমার রঙেরি গৌরবে॥

—রবীন্দ্রনাথ

২

সুন্দর, তুমি নহ শুধু অন্তরে—
মনের গহনে তোমার মূরতিখানি
ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় মুছে যায় বারে বারে
বাহির-বিশ্বে তাইতো তোমারে টানি।

ওই যে হোথায় আকাশের নীলে
বনের সবুজ এক হয়ে মিলে
ওই যে হোথায় সাগর-বেলায়
ঢেউ করে কানাকানি!

তোমার আসন পাতিব পথের ধারে,
তোমার আসন পাতিব হাটের মাঝে,
আঁধারে আলোকে যুগ যুগ ধরি প্রিয়—
বিরহে মিলনে চিরদিন জানাজানি।

—সজনীকান্ত

৩

কোন লগনে জনম নিলাম
এ দুনিয়ার ঘরে?
মাণিক বলে' চাইরে যারে
ধূলি হয়ে ঝরে—
সুখের সাথে বিবাদ আমার
হলো চিরতরে।

যে লগনে জনম আমার
আকাশে চাঁদ ছিল।
সেদিন থেকে সে-যে আমায়
আপন করে নিল।
বনের বেণু আমার কণ্ঠে—
সুর যে ঢেলে দিল।

যে লগনে জনম আমার
আকাশে চাঁদ ছিল।
আমার মনে ফুলের গন্ধ
কে যে ঢেলে দিল!
তেপান্তরের পবন আসি
পরাণ হরে নিল।

—অজয়

৪

চিরদিনের পালা,
ওরে পাগল, খাটবি কত আর
তোরা কাঁদবি কত আর ?
তোদের রক্ত-রাঙা ধুলায়,
হেলায় ওরা চরণ বুলায়,
(তোদের) চোখের জলে ফোটে যে ফুল
ওদের গলায় তারি মালা।
—সজনীকান্ত

৫

শুনেছে সাগর কিগো ঝরণাধারার ব্যাকুলতা !
নিশীথে ফুলের কানে বাতাস আনে কোন্ বারতা !
— সজনীকান্ত

৬

আমি কান পেতে রই আমার আপন
হৃদয় গহন-দ্বারে ;
কোন গোপনবাসীর কান্নাহাসির
গোপন কথা শুনিবারে।
ভ্রমর সেথায় হয় বিবাগী নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে
কোন রাতের পাখী গায় একাকী সঙ্গিবিহীন অন্ধকারে।
কে সে মোর কেই বা জানে
কিছু তার দেখি আভা,
কিছু পাই অনুমানে
কিছু তার বুঝিনা বা।
মাঝে মাঝে তার বারতা
আমার ভাষায় পায় কি কথা রে,
ও সে আমায় জানি পাঠায় বাণী
গানের তানে লুকিয়ে তারে।

— রবীন্দ্রনাথ

৭

তা'র বিদায়-বেলার মালাখানি
আমার গলে রে
দোলে দোলে বুকের কাছে
পলে পলে রে।
গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণে
জাগে ফাগুন সমীরণে
গুঞ্জরিত কুঞ্জতলে রে॥
দিনের শেষে যেতে যেতে
পথের 'পরে
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল
বনান্তরে,
সেই ছায়া এই আমার মনে,
সেই ছায়া ঐ কাঁপে বনে
কাঁপে সুনীল দিগঞ্চলে রে॥

—রবীন্দ্রনাথ

৮

মন নিয়েছে কোন বিদেশী
কইতে নারি হায়—
(ও তার) রূপের অনল লাগ্‌লো চোখে
পরাণ জ্বলে তায়॥

স্রোতের ফুল সে এলো ভেসে
আমার ঘাটে ভিড়লো শেষে
সে যে আমার আমি যে তার
কে তারে বুঝায়॥

— অজয়

৯

ওগো বন্ধু তোমারি বেদন
কাঁদে মোর অন্তরে,
তোমার চোখের জল
আমার নয়নে ঝরে।

স্মরিয়া তব নাম
প্রদীপ জ্বালি তুলসী-তলে,
যে ফুল দেছ তুমি অলকে দিনু রাখি -
তোমারি স্মৃতি সে যে
জাগায় পলে পলে ॥

—অজয়

১০

তারে তুই দিস্‌নে ব্যথা ভুল করে,
যারে তুই ভাবিস্‌ কাঁটা
তারই মাঝে ফুল ধরে।
মরণ যারে গেল ডাকি
সে কেন আজ দিবে ফাঁকি
তারে তুই কাঁদাস্‌নে আর
আপন থেকে যার নয়নে জল ঝরে ॥

—অজয়

১১

হেথায় কে চায় কাহারে ?
বাধা পেয়ে ফেরে নয়ন দূর-পাহাড়ে—
হেথায় কে চায় কাহারে ?
গাছেরা বাড়ায় শাখা আলোর পানে,—
কিসের টানে—
কখন পায় তাহারে ?
কেবলি হারায় দিশা বাড়াই তৃষা
বুকের হাহা রে
আমাদের বুকের হাহা রে—
হেথায় কে চায় কাহারে ?

—সজনীকান্ত

১২

তুমি ভুল করোনা পথিক
শোনো শোনো মিনতি।
আশা আছে রে তোর ছেঁড়েনি ডোর
আজো হয়নি যে রে আসল ক্ষতি !
এখনো সময় আছে চপল-মতি ॥
ওগো মন-ভোলানো পথিক
তুমি ছাড় পথ তোমার জগৎ
ডাক দিয়েছে থামাও গতি
এসো ঘরে এসো চপল-মতি ॥
তোর খোলা যে দ্বার হয়নি আঁধার
নেভেনি তোর দিনের জ্যোতি,
আয় ফিরে আয় চপল-মতি ॥

—সজনীকান্ত

১৩

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোম্‌টা-পরা ঐ ছায়া
ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ।
ওপারেতে সোনার কূলে আঁধার-মূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেলো কাজ-ভাঙানো গান।
নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়,
তাদের পানে ভাঁটার টানে যাবো রে আজ ঘর-ছাড়া,
সন্ধ্যা আসে, দিন-যে চ'লে যায়।
ওরে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কেরে
দিনের শেষের শেষ খেয়ায়॥

অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁসে
ছায়ায় যেন ছায়ার মতো যায়,
ডাক্‌লে আমি ক্ষণেক থামি' হেথায় পাড়ি ধ'র্‌বে সে
এমন নেয়ে আছে রে কোন্ নায়?
ওরে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনের শেষের শেষ খেয়ায়॥

ঘরেই যারা যাবার তা'রা কখন্ গেছে ঘর-পানে
পারে যারা যাবার, গেছে পারে;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে!
ফুলের বাহার নাইকো যাহার ফসল যাহার ফ'ল্‌লো না,
অশ্রু যাহার ফেল্‌তে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো, সাঁঝের আলো জ্ব'ল্‌লো না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়—
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনের শেষের শেষ খেয়ায়।

—রবীন্দ্রনাথ

নিউ থিয়েটার্স লিঃ ১৭২ নং, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

NEW THEATRES
HINDUSTHAN RECORD

# নূতন
# নিউ থিয়েটার্স হিন্দুস্থান রেকর্ড

**শারদীয় অর্ঘ্য**

সেপ্টেম্বর—১৯৩৭

**No. H 11537.**
ড্যান্স অর্কেষ্ট্রা—( রাধা কৃষ্ণ )
ড্যান্স অর্কেষ্ট্রা—( সাথী )
সুর-রচনা ও পরিচালনা—তিমিরবরণ

**No. H 11538**
দিলীপ কুমার রায়—বাংলা গান।
"সুগোপন"—কীর্ত্তন
শ্রীমতী রাহানার হিন্দী হইতে।
"চন্দ্রনৃত্য"—
৺দ্বিজেন্দ্রলালের শৈশব রচনা।

**No. H 11539.**
কুমারী বীণা দত্ত (এমেচার)
"রইব না ঘরে—"
কথা—যতীন মিত্র।
সুর—প্রতাপ মুখোপাধ্যায়।
"এলে তুমি উদাসী"
কথা—অজয় ভট্টাচার্য্য।
সুর—পাহাড়ী সান্ন্যাল।

**No. H 11540.**
পাহাড়ী সান্ন্যাল—হিন্দী গান।
আয়ে কারে বাদরা
"ঘর যানে দে বেহারী"
কথা ও সুর—পাহাড়ী সান্ন্যাল।

**No. H 11541.**
কুমারী সরযূ রায় (এমেচার)
"ও কাঙালের পাখী"
"মা তোর রাঙা পায়ে"
কথা ও সুর—সুরেন চক্রবর্ত্তী।

**No. H 11542.**
পাহাড়ী সান্ন্যাল—বাংলা গান।
"আমার বাগানে এত ফুল"
কথা ও সুর—৺অতুল প্রসাদ সেন।
"গেয়ে যা ওরে মন"
বাংলা সবাকচিত্র "মায়া" হইতে।
কথা—অজয় ভট্টাচার্য্য।

**নিউ থিয়েটার্স রেকর্ড আজ সমগ্র ভারতে নূতনত্বে ও সুর-মাধুর্য্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছে কেন—একখানি রেকর্ড শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন।**

The International Press, Cal.